বাইভোল্টাইন (জাপানী) চাকী পলুপালনের সঠিক পদ্ধতি

ডঃ তপতী দত্ত বিশ্বাস,
ডঃ কণিকা ত্রিবেদী ও
ডঃ শুভ্রা চন্দ

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ, বস্ত্র মন্ত্রালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর - ৭৪২১০১, (প.ব.)

ফেব্রুয়ারী - ২০১৬

প্রকাশক:

অধিকর্তা
কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড
বহরমপুর - ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদ ও পরিস্ফুটন:

অশোক সাহু
তাপস কুমার মৈত্র

মুদ্রক:

প্রাককথন

পশ্চিমবঙ্গে রেশম চাষের ইতিহাস অনেক পুরান। আগে এখানে মাল্টি মাল্টি পলুর চাষ হতো যার ফলন ছিল অনেক কম। ক্রমে ক্রমে সরকারী সহায়তায় মাল্টি বাই পলু এ রাজ্যে প্রসার লাভ করে। এতে ১০০ ডিম পুষলে ৪৫ থেকে ৫০ কেজি গুটি পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য বাইভোল্টাইন (জাপানী) পলুর চাষ আগে হতো না। কিন্তু বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির জন্য অগ্রহায়নী, ফাল্গুনী এমনকি বৈশাখী বন্দেও বাইভোল্টাইন (জাপানী) পলুর চাষ ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। ১০০ বাইভোল্টাইন ডিম পুষলে ৬০ থেকে ৭০ কেজি ভাল মানের গুটি পাওয়া যায় যার বাজার দাম প্রায় ২০ হাজার টাকা।

কিন্তু বাইভোল্টাইন পলু পুষতে ভীষণ যত্নের দরকার। এতে বিশেষ যত্নের সঙ্গে চাকী পলুপালন অপরিহার্য। সঠিক ভাবে চাকী পলুপালন করলে ভাল মানের স্বাস্থ্যবান পলু পাওয়া যায় যার থেকে অনায়াসে সোদ ও রোজের পলু পুষে গুণগত ও পরিমান গত ভাবে ভাল গুটি পাওয়া যায়।

চাকী পলু পালন সম্বন্ধে বসনী ভাই বোনেদের বিস্তারিত ভাবে জানাতে সহজ ভাষায় এই পুস্তিকায় বলা আছে। চাষী ভাইরা এর থেকে উপকার পেলে এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

কণিকা ত্রিবেদী

ডঃ কণিকা ত্রিবেদী
অধিকর্তা

মেটে কলপ এবং দো কলপের পলুপালন, চলতি কথায় চাকী পলুপালান, পলুপালনের একটি গুরুত্বপূর্ন দিক। ছোট পলুর ভালো বৃদ্ধি এবং স্বাস্থের ওপর পরিনত পলুপালনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই বসনি ভাই বোনেদের চাকী পলুপালনের বিষয়ে বিস্তারিত জানা দরকার। বাইভোল্টাইন পলুর যেহেতু রোগ সংক্রমনের ভয় বেশী, তাই এক্ষেত্রে চাকী পলুপালনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বাইভোল্টাইন পলু পোষার আগে বসনি ভাই বোনেদের এ সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা দরকার।ডিম ইনকিউবেসন থেকে শুরু করে দোকলপের রহা থেকে ওঠা পর্যন্ত দিন কয়েক ভালোভাবে যত্ন নিলে ভালো ফলন প্রায় নিশ্চিত করা যায়। সেজন্য এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১০০ ডিমের গুঁড়া পলুপালনের জন্য আবশ্যক সরঞ্জাম

	পলুপালন সরঞ্জাম	সংখ্যা
১	পলুপালন ট্রে (৩ ফুট X ২ ফুট)	১০ টি
	চৌকো বাঁশের ডালা (৩ ফুট X ৪ ফুট) গোল বাঁশের ডালা (৫.৫ ফুট ব্যাসের)	৫ টি
২	পলুপালনের তাক/ঘড়া/টেবিল)	১ টি
৩	স্পঞ্জের টুকরো (৩ ফুট X ২ ফুট X ১.৫ ফুট)	৪০ টি
৪	পাখীর পালক	৪ টি
৫	বাঁশের কাঠি (৮ ইঞ্চি লম্বা)	২ টি
৬	পিঁপড়ে নিরোধী পাত্র	৬টি
৭	বেড সাফাই জাল (০.৫ থেকে ১ সেমি গর্ত যুক্ত)	২০টি/ ১০টি
৮	হাইগ্রোমিটার	১ টি
৯	পাতা কাটার কাঠের পাটা	১ টি
১০	পাতা কাটার ছুরি	১ টি
১১	ফিডিং স্টান্ড	১ টি
১২	পাতা সংরক্ষণ ডিব্বা	১ টি
১৩	হাত ধোবার সাবান	১ টি
১৪	মোম কাগজ (৩ ফুট X ১০০ ফুট)	১ রোল

গুঁড়া পলুপালন গৃহ :-

গুঁড়া পলুপালনের জন্য উপযুক্ত সরঞ্জাম সহ একটি আলো হাওয়া যুক্ত গৃহ আবশ্যক যেখানে উপযুক্ত উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা রক্ষা করা যাবে এবং যেটি সহজেই ভালোভাবে শোধন করা যাবে।

গুঁড়া পলুপালনের বাগান :-

- গুঁড়া পলুপালনের জন্য কোমল ও পুষ্টিকর পাতার দরকার যা সাধারণ তুঁত বাগান থেকে পাওয়া যায় না।
- এর জন্য আলাদা একটি গুঁড়া পলুর বাগান থাকা আবশ্যক। এই বাগানে বছরে হেক্টর প্রতি ৪০ মেট্রিক টন গোবর সার এবং N:P:K, ২৩৬:১৮০:১১২ কেজি/বছর/হেক্টর হিসাবে দিতে হবে। তাছাড়া এখানে প্রয়োজন মত সেচের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।
- এস ১৬৩৫ জাতের গাছ ২ফুট X ২ফুট দূরত্বে লাগাতে হবে

পরিশোধন (Disinfection) :-

- পলুপালনের ৪-৫ দিন আগে পলুপালনের ডালা/ট্রে এবং চন্দ্রাকী পাঁচ শতাংশ ব্লিচিং পাউডার দ্রবণে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে রৌদ্রে শুকাতে হবে।
- পলুপালনের ৩-৪ দিন আগে পলুপালন ঘরে ডালা এবং চন্দ্রাকী ঢুকিয়ে পাঁচ শতাংশ ব্লিচিং পাউডার দ্রবণ স্প্রে করতে হবে।
- ঘরের চারিপাশ ও একই ভাবে পরিশোধন করতে হবে।
- ঘরটি একদিন বন্ধ করে রাখতে হবে।

পরিশোধক দ্রবণের পরিমাণ :-

- ১০০ ডিম পোষার জন্য ৪০ লিটার ব্লিচিং পাউডার দ্রবণের দরকার যেটি তৈরী করতে ২ কেজি ব্লিচিং পাউডারই যথেষ্ঠ।
- প্রতি বর্গ মিটার আয়তনের ঘরের জন্য ২ লিটার এবং প্রতি বর্গ ফুটের জন্য ০.১৮৫ লিটার হিসাবে দ্রবণের পরিমাণ ঠিক করতে হবে।

পরিশোধক দ্রবণ তৈরী করার পদ্ধতি :-

- ৬০ গ্রাম কলিচুন ২০ লিটার জলে গুলে ০.৩ শতাংশ দ্রবণ তৈরী করুন।
- ঐ কলিচুন দ্রবণের আধলিটার ১ কেজি ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে একটি পেষ্ট তৈরী করুন।
- ঐ ব্লিচিং পাউডারের পেষ্ট বাকী কলিচুন দ্রবণে দিয়ে ভালো করে মেশান।
- উপরের স্বচ্ছ তরলটি স্প্রে করার জন্য ব্যবহার করুন।

- ব্লিচিং দ্রবণের গুনগত মান রাখতে দ্রবণটি ব্যবহারের একটু আগে তৈরী করুন।

২.৫ শতাংশ স্যানিটেক দ্রবণ :-

- ক্লোরিন ডাই অক্সাইড কে কর্মক্ষম করতে ৫০০ মিলি লিটার স্যানিটেক দ্রবণের সঙ্গে ৫০ গ্রাম অ্যাকটিভেটর সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হবার জন্য ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না দ্রবণটি হলুদ রঙে পরিবর্তিত হচ্ছে।
- ১৯ লিটার জলে এই হলুদ দ্রবণ ৫০০ মিলি লিটার মেশান।
- শেষে ১০০ গ্রাম কলিচূণ আধলিটার জলে গুলে আবার ১৯.৫ লিটার দ্রবণে মাশান।
- ভালোভাবে মিশিয়ে দ্রবণটি পলুঘর ও সরঞ্জাম শোধনের জন্য ব্যবহার করুন।

রোগমুক্ত ডিম সংগ্রহ :-

- সরকার অনুমোদিত ডিম প্রস্তুতকারী (RSP) অথবা সরকারী বীজাগার থেকেই ডিম সংগ্রহ করুন।
- পলুর ডিম সবসময় সকাল অথবা সন্ধ্যায় শীতল পরিবেশে সংগ্রহ করুন। কখনোই দুপুরে রোদে ডিম আনা উচিৎ নয়।
- পরিবহনের সময় ব্যাগের আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য ভিজে ফোমপ্যাড ব্যবহার করুন।

ডিম পরিশোধন :-

- ডিম সংগ্রহ করার পর ডিমগুলি ২ শতাংশ ফরমালিন দ্রবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে পরিশোধন করুন, ডিম পিনহেড বা নীলাভ অবস্থায় আসার আগেই পরিশোধন করুন।
- কার্ড ডিমের ক্ষেত্রে কার্ডগুলি ২ শতাংশ ফরমালিন দ্রবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে কলের জলে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ছায়ায় শুকতে হবে।
- লুজ ডিমের ক্ষেত্রে ডিমগুলি একটি কাপড় ব্যাগে নিয়ে ফরমালিন দ্রবণে ডুবিয়ে জলে ধুয়ে ছায়ায় শুকতে হবে, এর পর ইনকিউবেশন করতে হবে।

ইনকিউবেশন :-

- ডালাতে মোমকাগজ দিয়ে ডিমগুলি এক স্তরে রেখে ভিজে ফোমপ্যাড দিয়ে ঘিরে আরেকটি মোমকাগজ ঢাকা দিন যাতে সঠিক আর্দ্রতা বজায় থাকে।
- পলু ঘরে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৮০% আর্দ্রতা থাকা বাঞ্ছনীয়।
- ডিম ইনকিউবেশনে সাধারণত ৮-৯ দিন সময় লাগে।
- শীতের সময় হিটার অথবা ধোঁয়াহীন উনুন/চুল্লা ব্যবহার করে ঘরে উপযুক্ত তাপমাত্রা বজায় রাখুন।
- ইনকিবেশন ঘর প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ১০ মিনিট করে খুলে দিতে হবে।
- ভ্রুণের সঠিক বৃদ্ধির জন্য ঘরে ১৬ ঘন্টা আলোর ব্যবস্থা রাখা দরকার।

ব্ল্যাকবক্সিং :-

- ৮০ শতাংশ ডিম পিনহেড বা নীলাভ অবস্থায় এলে একসাথে মুখানোর জন্য ব্ল্যাকবক্সিং করুন।
- ঘরের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং আর্দ্রতা ৭৫-৮০ শতাংশ বজায় রাখা দরকার।
- পিনহেড অবস্থায় ৪৮ ঘন্টা ও নীলাভ অবস্থায় ২৪-৩৬ ঘন্টা ব্ল্যাকবক্সিং করুন।
- মুখানোর দিন সকাল ৭-৮ টার মধ্যে কালো কাপড় খুলে ডিম আলোতে রাখতে হবে। কখনোই সরাসরি রৌদ্রে ডিম রাখবেন না।
- এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে ৯৫% ডিম মুখিয়ে যাবে।

ডিম ঝাড়াই :-

কার্ড ডিম ঝাড়াই

- সদ্য মুখানো পলুর ওপর কচি রসালো পাতা চৌকো করে (০.৫ x ০.৫ বর্গ সেমি) কেটে ছড়িয়ে দিন।
- আধ ঘন্টা পর ডালায় মোমকাগজের ওপর পাতা সহ পলু পালকের সাহায্যে ঝেড়ে নিন।

- আধঘন্টা পর যখন ছোটছোট পোকাগুলি পাতার ওপর উঠে যাবে তখন ডালায়/ট্রেতে মোমকাগজের ওপর পাতা সহ পলু পালকের সাহায্যে ঝেড়ে নিতে হবে। আঙ্গুলে টোকা দিলে কচি পোকার ক্ষতি হয়।
- পালকের সাহায্যে উপযুক্ত মাপের চাকী বেড তৈরী করে ভিজে ফোমপ্যাড দিয়ে ঘিরে আর একটি মোমকাগজ ঢাকা দিন।

কার্ড ডিম ঝাড়াই

বাক্সের ডিম ঝাড়াই

- বাক্সের ডিমের ক্ষেত্রে মুখানো পলুর ওপর দুটি নেট (০.৫ বর্গ সেমি) দিয়ে পাতা দিতে হবে।
- আধঘন্টা পর যখন ছোটছোট পোকাগুলি ওপরের নেটের পাতার ওপর উঠে যাবে তখন নেট সমেত পলু অন্য একটি ট্রে তে নিয়ে ভিজে ফোমপ্যাড দিয়ে ঘিরে আর একটি মোমকাগজ ঢাকা দিতে হবে।

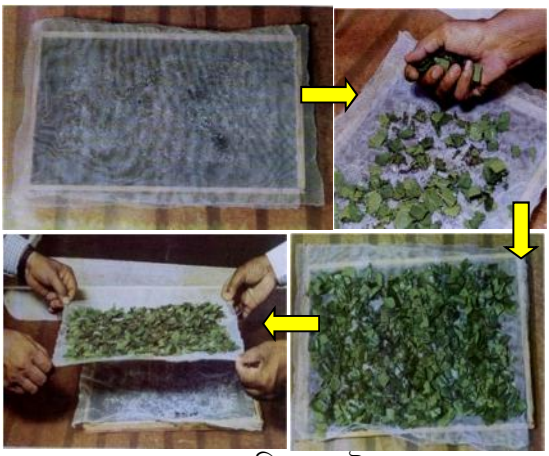

বাক্সের ডিম ঝাড়াই

- নীচের নেটের তলার ডিমের খোসা ও না মুখানো ডিম আলাদা করে দিতে হবে।
- উপযুক্ত মাপের চাকী বেড তৈরী করে কুচনো পাতা প্রয়োজন মত ছড়িয়ে দিয়ে ভিজে স্পঞ্জ চারিদিকে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

টেবিল নং-১ : ১০০ ডিমের গুঁড়া পলুপালনের জন্য আদর্শ ব্যবস্থা

	বিষয়	প্রথম দশা	দ্বিতীয় দশা
১।	তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭-২৮	২৭-২৮
২।	আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৮৫-৯০	৮৫-৯০
৩।	পাতার মাপ (বর্গ সেমি)	০.৫-২.০	২.০-৪.০
৪।	পাতার পরিমান (কেজি)	৫.০	১৫.০
৫।	বেডের পরিসর		
	ক) আরম্ভে (বর্গফুট)	৬ (৭৫০০/বর্গফুট)*	২৪ (১৯০০/বর্গফুট)*
	খ) শেষে (বর্গফুট)	২৪ (১৯০০/বর্গফুট)*	৬০ (৭৫০/বর্গফুট)*
	গ) ডালার সংখ্যা (৩ ফুট X ২ ফুট)	১-৪	৪-১০
৬।	বেড পরিষ্কার	প্রয়োজন নেই	দুবার

*প্রতি বর্গফুটে লার্ভার সংখ্যা

পলুকে পাতা খাওয়ানো এবং পাতার পরিমাণ :-

পাতা ছোট করে কেটে পলুকে দিতে হবে

- চাকী পলুর জন্য সবসময় চাকী বাগান থেকে পাতা সংগ্রহ করতে হবে।
- চাকী পলুপালনের জন্য পুষ্টিকর পাতার প্রয়োজন (২৭% প্রোটিন, ১১% কার্বোহাইড্রেড এবং ৭৫ থেকে ৮০ % আর্দ্রতা যুক্ত)
- এস ১৬৩৫ প্রজাতির গাছের পাতা চাকী পলুপালনের পক্ষে আর্দশ।
- সকালে অথবা বিকেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় পাতা তুলুন।
- পাতা ভিজে বস্তায় জড়িয়ে রাখুন।
- আর্দ্রতা খুব কম থাকলে ভিজে বস্তার ওপর মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে দিতে হবে।
- গুঁড়া পলু আকারে ভীষণ ছোট, তাই পলুকে পাতার ওপর ওঠার সুযোগ দিতে হবে এবং প্রয়োজন মত বেডের আকার বাড়াতে হবে, গুঁড়া পলুকে পাতা ছোট ছোট করে কেটে দিতে হবে।
- বেডের অবশিষ্ট পাতা তাড়াতাড়ি শুকানোর জন্য রহার ঠিক আগে পাতার মাপ আরো ছোট করে দিতে হবে।
- পাতা কখনোই পলুপালন ঘরে রাখবেন না।

গুঁড়া পলুকে দিনে কতবার পাতা দেবেন :-

- অনুকূল ও প্রতিকূল সব বন্ধেই গুঁড়া পলুকে ছয় ঘন্টা অন্তর দিনে চার বার পাতা দিন, এতে পলুবেডে পাতা শুকাবে না।
- পলুকে পাতা দেওয়ার আধ ঘন্টা আগে মোম কাগজের ঢাকা খুলে দিন। পাতা দেবার পর আবার মোম কাগজ দিয়ে ঢেকে দিন।

টেবিল নং-২: ১০০ডিমের গুঁড়া পলুপালনের জন্য পাতার পরিমাণ

পলুর দশা	পলুপালনের দিন/পাতার পরিমাণ (কেজি)				মোট পাতার পরিমাণ (কেজি)
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	
প্রথম	১.০	১.৫	২.০	০.৫	৫ কেজি
দ্বিতীয়	৫.০	৭.০	৩.০	---	১৫ কেজি
সর্বমোট					**২০ কেজি**

কাসার করা :-

- কাসার সবসময় জাল দিয়ে করা আবশ্যক।
- দ্বিতীয় দশার পলুর জন্য ০.২৫ বর্গ সেমি ছিদ্রজুক্ত জাল ব্যবহার করুন।
- প্রতি ডালা কাসার করতে দুটি জালের প্রয়োজন। সকালে পলুকে পাতা দেওয়ার আগে পুরনো পাতার উপরে থাকা পলুর উপরে একটি জাল পেতে দেওয়া হয়, জালের ওপর পাতা দেওয়া হয়।
- জালের ফাঁক দিয়ে পলু নতুন পাতার উপরে উঠে আসে।
- তখন নতুন পাতা ও পলু জাল সহ ডালার উপরে তুলে ধরা হয় এবং নোংরা পাতা, অসুস্থ ও মৃত পলু ইত্যাদি ডালা থেকে ফেলে দেওয়া হয়।
- এভাবে ডালা পরিষ্কারের পরে পুনরায় জাল সহ পাতা ও পলু ডালার উপর বেড়ে দেওয়া হয়।
- কাসার প্লাস্টিক সীট বা চটে সংগ্রহ করে পলুপালন ঘর থেকে দুরে ফেলুন।

টেবিল নং-৩ : গুঁড়া পলুর বিভিন্ন দশায় কাসারের সময় নিম্নরূপ

পলুর দশা	কাসারের সংখ্যা	কখন কাসার করা হবে
প্রথম	----	----
দ্বিতীয়	দুবার	• প্রথম চিয়ানে উঠার পর • দ্বিতীয় বার রহাতে বসার দু ফিডিং আগে

হাত দিয়ে কাসার করবেন না

জাল দিয়ে কাসার করুন

চাকী পলুর জন্য তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা :-

ক) তাপমাত্রা :-

- মেটে কলপে ও দো কলপের জন্য ২৭-২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা হল আর্দশ।

- শীতের বন্দে ঘরের তাপমাত্রা কমে গেলে ধোঁয়াহীন চুল্লী অথবা হিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে ঘরের তাপমাত্রা কমানোর জন্য খসখস/বস্তা ভিজিয়ে জানালা এবং দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। ফলস সিলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) আর্দ্রতা :-

চাকী পলুর জন্য ৮৫-৯০ শতাংশ আর্দ্রতা হল আর্দশ।

- অগ্রহায়ণী, চৈত্রা এবং বৈশাখী বন্দে মোম কাগজ ও ভিজে ফোমপ্যাড ব্যবহার করে আর্দ্রতা বাড়াতে হবে। আর্দ্রতা বর্ধক যন্ত্র (হিউমিডিফায়ার) থাকলে ভালো হয়।
- শ্রাবণী ও আশ্বিনা বন্দে আর্দ্রতা কমানোর জন্য চুন ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রয়োজনে দরজা-জানালা খুলে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করলে আর্দ্রতা অনেক কমে যাবে।

রহাতে পলুর যত্ন :-

আর্দশ ঘনত্বে রহার পলু

বেশী ঘনত্বে রহার পলু

- রহাতে পলু বিশেষ যত্ন দরকার।
- ৯০ শতাংশ পলু রহাতে গেলে পাতা দেওয়া বন্ধ করতে হবে।
- বেডে আর্দ্রতা কমানোর জন্য প্রয়োজন মতো গুঁড়ো কলিচুন ছড়িয়ে দিতে হবে।

- রহার সময় মোম কাগজের ঢাকনা ও ভিজে ফোমপ্যাডগুলি সরিয়ে দিতে হবে।
- ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিতে হবে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে।
- ৯০-৯৫ শতাংশ পলু চিয়ানে উঠলে পরিমান মতো ল্যাবেক্স ছড়িয়ে আধ ঘন্টা পরে পাতা দিতে হবে।
- চিয়ানের পাতা তুলনামূলক ভাবে ছোট করে কেটে দিতে হবে।

পোকার সুরক্ষা :-

- জাপানী পলু সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।
- প্রতি ১০০ ডিমের পলুপালনের জন্য ৩৫০ গ্রাম হারে ল্যাবেক্স/বিজেতা চিয়ানের সময় ব্যবহার করলে সুফল পাবেন।
- রোগ প্রতিরোধী পাউডার মসলিন কাপড়ের ব্যাগে ভরে প্রতি বর্গফুটে তিন থেকে চার গ্রাম হিসাবে পলুর বেডে ছড়িয়ে দিয়ে মোম কাগজ ঢাকা দিতে হবে।
- আধ ঘন্টা বাদে পাতা দিতে হবে।
- ভালো ফল পেতে টাটকা তৈরী পাউডার ব্যবহার করুন।

ল্যাবেক্স পাউডার ব্যবহার

রহাতে চুনের ব্যবহার

টেবিল নং- ৪ : ১০০ ডিমের জন্য বেড পরিশোধকের পরিমাণ

পলুর দশা	পরিশোধকের পরিমাণ
প্রথম	১০০ গ্রাম
দ্বিতীয়	২৫০ গ্রাম
মোট	৩৫০ গ্রাম

গুঁড়া পলুপালন পদ্ধতি :-

- প্রথম এবং দ্বিতীয় দশায় বাক্স পদ্ধতিতে পলুপালন করুন।
- এই পদ্ধতিতে প্লাস্টিক ট্রের উপরে ও নীচে মোম কাগজ দিতে হবে এবং দুদিকে ভিজে ফোমপ্যাড দিতে হবে।
- ছোট টেবিলের উপরে ট্রে গুলি পর পর সাজিয়ে রাখতে হবে। সবার উপরে একটি খালি ট্রে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- প্রতিবার ফিডিং দেওয়ার আধ ঘন্টা আগে পালকে করে পলু বেড নেড়ে চেড়ে দিতে হবে যাতে বেডে বায়ু চলাচল করে ও নীচের পলু উপরে উঠতে পারে।
- রহার সময় মোম কাগজের ঢাকনাটি খুলে দিতে হাবে এবং ট্রে গুলিকে আড়াআড়ি ভাবে সাজিয়ে দিতে হবে অথবা একটি একটি করে রাখতে হবে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে এবং বেডটি শুকিয়ে যায়।

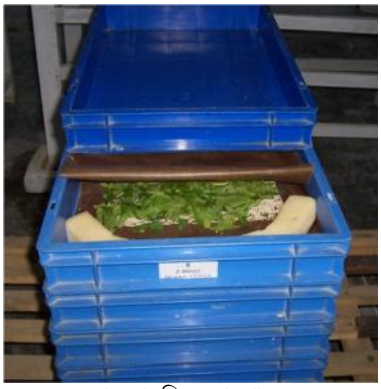

বাক্স পদ্ধতিতে পলুপালন

রহাতে একটি একটি করে ট্রে রাখুন

পলুপালনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :-

- পলুঘরে ঢোকার আগে ২ শতাংশ ব্লিচিং পাউডার দ্রবণে হাত ভালোভাবে অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে।
- ঘরে ঢোকার মুখে পাপোশটি ৫ শতাংশ ব্লিচিং পাউডার দ্রবণ দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- কাসার সব সময় ড্রামে অথবা পলিথিন সীটে সংগ্রহ করে পলুঘর থেকে দুরে ফেলতে হবে।

- কাসার করার পর ঘরটির মেঝে ব্লিচিং পাউডার দ্রবণ দিয়ে মুছে নিতে হবে।
- ব্যবহৃত মোমকাগজ পুনরায় ব্যবহার না করে পুড়িয়ে ফেলুন।
- রোগাক্রান্ত এবং ছোট পলুগুলিকে আলাদা করে ব্লিচিং পাউডার দ্রবণের পাত্রে রাখতে হবে।

কি কি করবেন না :-

- ডিম দুপুর রোদে আনবেন না।
- শীত কালে ডিম এনে লেপ বা কম্বল মুড়িয়ে রাখবেন না।
- ডিম কলসিতে রাখবেন না।
- মাটির সরাতে ডিম মুখাবেন না।
- পাতা পলু ঘরে রাখবেন না।
- কাসার হাত দিয়ে করবেন না।
- পলুকে হাত দিয়ে ধরবেন না।
- পাতা শাকের মতো মিহি করে কাটবেন না।
- পলু বেড ঢিপির মতো উঁচু করবেন না। পোকা ছোটো বড় হয়ে যাবে।
- ৯০ শতাংশ পলু রহাতে গেলে পাতা দেবেন না।
- কিছু পলু চিয়ানে উঠলে পাতা দেবেন না। ৯০ শতাংশ পলু ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
- কাসার ঘরের মেঝেতে বা পলু ঘরের সামনে ফেলবেন না।
- রহা আবস্থায় মোম কাগজ অথবা ভিজে স্পঞ্জ দেবেন না।
- ডিমের খোসা পলু বেডে রাখবেন না। লুজ ডিম মুখাতে নেট ব্যবহার করুন।
- চাকী পলুকে গোটা পাতা দেবেন না।
- বাচ্চাদের চাকী ঘরে ঢুকতে দেবেন না।

- ভিজে ফোম বেডের সাথে ঠেকিয়ে রাখবেন না।
- পাতা মেঝেতে কাটবেন না।
- কাসার করে হাত না ধুয়ে পাতা কাটবেন না।

গুঁড়া পলুপালনের উপকারিতা :-

- গুঁড়া পলুপালন সঠিক নিয়ম মেনে চললে স্বাস্থ্যবান বড় বড় পলু পাওয়া যায় যেগুলি খুব সহজেই পালন করে গুনগত এবং পরিমান গত (৬০-৬৫ কেজি/ ১০০ ডিম) ভাবে উৎকৃষ্ট গুটি পাওয়া যায়।
- গুনগত উৎকৃষ্টতার জন্য দামও বেশী পাওয়া যায়।
- উৎকৃষ্ট ফলনের জন্য পাতা:কোকুনের অনুপাতও অনেক কম হয় (১৮ থেকে ১৬: ১)।